OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 242 - 250
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিশ্বায়নের আলোকে ও নারী ভাবনায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (নির্বাচিত) ছোটগল্প

রজনীতা ভৌমিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : rajanitaslg96@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Globalization, Women empowerment, freedom, women, Capitalism.

Abstract
Globalization is an international phenomenon that originated in the late 1970's and has spread worldwide. As a result, radical changes can be observed in women's lives. It's influences are observed in Bengali and world literature. One such writer Suchitra Bhattacharya. Her motifs of writing different types of people. They came up in her stories. She is an eye witness to the misery of women's lives and this essay is about their lives influenced by globalization.

Discussion

নদী যেমন বয়ে চলার পথে আশেপাশে তার ছাপ রেখে যায় তেমনি সময়ও তার ছাপ রেখে যায় সমকালীন সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মের মধ্যে দিয়ে। তারই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল সাহিত্য। কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে পাঠককে বিভিন্ন সময়ের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিংবা রাজনৈতিক চিত্রের পরিচয় করিয়ে থাকেন। তেমনি বিশ শতকের শেষের দশক এবং একবিংশ শতকের প্রথম দশকের উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমকালীন সময়ের উত্থান-পতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। খুব অল্প বয়সে জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে জীবনকে তিনি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছেন। তাই নারীশিক্ষাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পাশাপাশি নারী মনের বেদনা-যন্ত্রণা কিংবা নারীদের অধিকার নিয়েও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। 'অন্তরাগ' কিংবা 'ঠাট্টা' বা 'যখন দুজনে একা' গল্প তাঁর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। গল্পগুলো বিশ্বায়নের সক্রিয় প্রভাবযুক্ত। মূলত সত্তরের দশকের পরবর্তীতে সমাজ ও মানবজীবনে এল আমূল পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক বাজারের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকলো মানবজীবন। যার ফলে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে দেখা দিল বিস্তর ফারাক। সেখান থেকেই তৈরি হল মানুষে মানুষে ব্যবধান। সম্পর্কে দেখা দিল ফাটল। ব্যস্ততা ও যান্ত্রিকতার যুগে মানুষকে গ্রাস করতে থাকলো একাকীত্বের পাহাড়। আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মধ্যে দেখা দিল মূল্যবোধের অবক্ষয় যা পরোক্ষে সমাজের জন্যে ক্ষতিকারক। এইসব বিষয়গুলিই গল্পকার তাঁর গল্পে নিখুঁত বুননের মাধ্যমে রচনা করেছেন।

তাঁর **'টাইমজোন'** গল্পটি প্রবাসী রচনা এবং তার পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। একই সঙ্গে লন্ডন, সিডনি ও কলকাতায় যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় তাকে। গল্পে রচনা চরিত্রটি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। সে তার কাজের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাশাপাশি পরিবারের খেয়াল রাখা ও তার যাবতীয় কর্তব্য পালন করতে চায়। 'চার মহাদেশে চরকি খাওয়া' তার স্বামী বরুণ ও রচনা ভোগবাদী যাত্রার অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেশ নতুন নতুন মানুষ নতুন নতুন আদবকায়দার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে "ষোলো বছর আগে তারা কলকাতা ছেড়েছিল, তারপর থেকে দু'জনে লাট্টুর মতো ঘুরছে তো ঘুরছেই।"[১] সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে সে চেয়েছে তার ছেলে "সেরা আদবকায়দা শিখুক, শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হোক, সঙ্গে লেখাপড়া চলুক সমান তালে।"[২] ঘটনাচক্রে তার মায়ের মৃত্যু ঘটে এবং সবদিক সামলে তাকে কলকাতায় ফিরতে হয়। সত্তর দশকের পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সময়ের দ্রুততার কারণে সে বাবা-মায়ের ছোট্ট দু'কামরার ফ্ল্যাটের বদলে গৌড়ীয় মঠে গিয়ে তার মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তির অনুষ্ঠান পালন করতে চায়। তার সঙ্গে পুরনো সমস্ত নিয়ম-কানুনকে বদলে খুব সহজে ও কম সময়ে যতটুকু পালন করা সম্ভব সেগুলিই আয়ত্ত করে। কারণ সময় বাঁচিয়ে তাকে তার প্রবাসী স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হতে হয়। কিছুদিন এভাবে চলার পর তার বিদেশ ফেরার দিন ঘনিয়ে আসলে সে তার বাবাকে তার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার পরামর্শ দেয় কিন্তু তার বাবা পুরনো বাড়ি ও স্ত্রীয়ের যাবতীয় স্মৃতি ফেলে রেখে অন্য কোথাও যেতে রাজি হয় না।

> "বাবার এত চুপ থাকাটা রচনার সহ্য হচ্ছিল না। ভাত ভাঙতে ভাঙতে বলল, গুম মেরে থাকছ কেন? কথা বলো। যা খুশি।
> কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। চলছে আঙুল, নড়ছে মুখ, ব্যাস ওইটুকুই।
> নাহ্, বাবাকে একটু সমে ফেরাতেই হবে। রচনা গলা উঁচিয়ে বলল, আমি তো আজ চলে যাচ্ছি বাবা। সিডনি নয়, এবার কুইন্সটাউন।
> এবারও কোনো সাড়া শব্দ নেই শুনছে কিনা বোঝাই গেল না।
> রচনা আরও গলা ওঠাল, তুমি যাবে সেখানে? দারুণ সুন্দর জায়গা বিশাল লেক...নীল জল টলটল করছে...বরফে ঢাকা পাহাড়...ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, কলকাতার মতো ক্যালরব্যলর নেই..."[৩]

অপরপক্ষে রচনার স্বামী অফিসে পদোন্নতি পেয়ে সানফ্রানসিসকোতে চলে যায় যার ফলে একই সঙ্গে তিন চারটি জায়গায় টাইম-জোন অনুযায়ী যোগাযোগ রক্ষা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে তবুও মানসিকভাবে ক্লান্ত রচনা সময়-সমাজ ও সম্পর্ককে একই সুতোয় গেঁথে নিয়ে চলতে চায়। বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের কাছে দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়। টেকনোলজির উন্নতিতে মানুষে মানুষের মধ্যে যেমন দূরত্ব কমেছে তেমনি বেড়েছে মানসিক দূরত্ব যা গল্পে রচনা ও তার বাবার মধ্যে লক্ষ করা যায়। অপরদিকে সময় ও সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে বিশ্বের সেরা প্রতিষ্ঠান থেকে সেরা আদবকায়দাগুলি শিখতে রচনা তার ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়।

'অন্তরাগ' গল্পটিতে দুই বন্ধু সুজাতা ও বীথি তাদের 'নিজের একটি পৃথিবী'র সন্ধানে তাদের পুরনো জীবন ও বর্তমান জীবনের নানান স্মৃতি-চিত্র হাতড়ে বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে নিজেদের জীবনের সামান্য সুখটুকু খোঁজার চেষ্টায় রত হয়েছে। গল্পের শুরুতে কোনো এক অঘ্রাণের দুপুরে আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ও একটা মলিন রোদের চাদর বিছানো শহরে কিছুটা অটোতে কিছুটা হাঁটা পথে সুজাতা তার ছোটবেলার বন্ধু বীথির সঙ্গে দেখা করতে যায় একটি বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে এসে তারা তাদের স্মৃতিরোমন্থনের পাশাপাশি কে কার চেয়ে বেশি সুখী তার তুলনায় পর্যবসিত হলেও শেষপর্যন্ত বুঝতে পারে তারা কেউই প্রকৃত সুখী নয়। গল্পের চরিত্র সুজাতা একজন চাকরিজীবী দুই সন্তানের মা হলেও জীবনের কুড়ি-পঁচিশটা বছর যেন তার কাজ, স্বামী ও দুই সন্তানের পড়াশোনা, কেরিয়ার ও তাদের ব্রাইট ফিউচার নিয়ে ভাবতে ভাবতেই চলে গিয়েছে। তারপর স্বাবলম্বী হয়ে যে যার মতন কর্মক্ষেত্রে ও নিজস্ব জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় হঠাৎ একদিন সুজাতা বুঝতে পারে 'জীবনটা বিলকুল ফাঁকা'।

> "তাই বোধহয় ছেলের সংসারে বেশি বেশি করে জড়িয়ে পড়ছিলাম। জোর করে। সনু ঠোক্কর দিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিল, তুমি মা হতে পারো, কিন্তু আমার সংসারে তুমি অনুপ্রবেশকারী। সেটা এমনই মজ্জায় মিশে গেল, রাজার সংসারে আর স্বাভাবিক হতে পারলাম না। বীথি একটু দম নিল, এখানে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> এসে টের পাচ্ছি, আমি শুধু রাজা সুর মা নই, প্রশান্ত ঘোষালের বউ নই, এর বাইরেও একটা বীথিকা ছিল। যাকে ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। সেই বীথিকাটাই এখন এই শান্ত নীড়ে বাস করতে এসেছে।"[৪]

সংসারে বীথির প্রয়োজন মাত্র বাড়ির লোকজনের দেখাশোনা করা ও নাতি-নাতনিদের খেয়াল রাখা। সারাটি জীবন সংসারের ঘানি টানতে টানতে সুজাতারও মনে হয় বাড়িতে তার তেমন একটা প্রয়োজন না থাকলেও মাম্পি ভুতুমকে দেখাশোনা করা, তাদেরকে স্কুলে দেওয়া-নেওয়া করাও তার একটা কাজ। কিন্তু সংসারের বাইরেও তার নিজের একটা অস্তিত্ব আছে তাই সে দেখা করতে চলে যায় তার ছোটবেলার বন্ধু বীথির কাছে। গল্পটিতে গল্পকার সুজাতার মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের পরিবার ও সংসার কেন্দ্রিক নারীদের জীবন-যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। পরিবারের দেখাশোনা ও সন্তান প্রতিপালন ছাড়াও নারীদের নিজস্ব একটি সত্তা থাকে, সমাজে সেটির প্রতিষ্ঠা তিনি তাঁর গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে দেখতে চেয়েছেন। তার ছেলে ও বৌমা চাকুরীরতা হওয়ায় সমস্ত সংসারের ভার যদিও তারই। তবে 'সংসারটা ছাড়া থাকে বলে তার কি ইচ্ছেমত বেরোনোর স্বাধীনতাও নেই?' তাই সে মাঝে মাঝে তার নাতি-নাতনিদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার নিজের ইচ্ছেগুলোও পূরণ করত। অপরদিকে বীথি সারাজীবন সংসারের ঘানি টানা সত্ত্বেও যেন সংসারে অপরের কাছে বোঝা সমতুল্য। নারীদের এই জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই গল্পকার গল্পটিকে সাজিয়েছেন। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় পরিবারগুলি হয়ে উঠেছে এক কেন্দ্রিক নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। অপরদিকে সমাজের সবদিক দিয়ে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যা বিশ্বায়নেরই পরোক্ষ প্রভাব।

'দাগবসন্তি খেলা' গল্পটি শুরু হয়েছে কলকাতার নাগরিক জীবনের চিত্র দিয়ে। গল্পের চরিত্র পৃথা সকাল সকাল স্টেশনে এসে পৌঁছেছে মনসাপুকুর গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। পৃথা একজন স্বনির্ভর স্বাধীনচেতা নারী অফিসের ব্যালান্সশিটের সাথে সাথে জীবনের ব্যালান্সশিটের সমীকরণ সুষ্ঠু ও সুসংহতভাবেই করতে জানে সে। একপাশে কলকাতার ভোগবাদী নাগরিক জীবনের ক্লান্তি অপরদিকে মনসাপুকুর গ্রামের পুরনো স্মৃতি আগলে প্রতিনিয়ত সে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। গ্রামের বামুনদিদি, পইতেবুড়ি, আলতাবউ, ধূপওলি মাসির খোঁজে ভূশণ্ডির মাঠ পার করে মায়ের কাছে পৌঁছে সে জানতে পারে যে, তাঁরা "এ বংশের সব কাজেই তো আসত একসময়— বিয়ে, শ্রাদ্ধ, আঁতুরতোলা। তারপর কত যুগ যে কোনও খোঁজ নেই আর। সেই যে কী এক রোগে ধরল তাকে, তারপর থেকেই...।"[৫] নাগরিক সভ্যতার উত্থানের ফলে গ্রামজীবন যেমন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায় তেমনই গ্রাম থেকে হারিয়ে যায় নানান রকমের লোকাচার, তার সাথে যুক্ত বিভিন্ন মানুষজন। যেমন এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে আলতাবউ, পইতেবুড়ি কিংবা বামুনদিদির সাথে। বিশ্বায়নের ফলে সমগ্র বিশ্ব যেমন হাতের মুঠোয় তেমনি মানুষের মন হয়ে উঠছে সংকীর্ণ, বিশ্বের নতুন দিকগুলি যেমন উঠে আসছে তেমনই হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার নানান সংস্কৃতি, গল্পে তারই বর্ণনা রয়েছে। তারই সঙ্গে উঠে এসেছে গ্রাম বাংলার নারী ও শহুরে চাকরিজীবী নারীজীবনের চিত্র। গল্পের মূল চরিত্র পৃথা কলকাতা শহরের বালিগঞ্জ এলাকায় বিলাসবহুল একটি ফ্ল্যাটে তার স্বামী ও পুত্র সন্তানকে নিয়ে থাকে। কলকাতারই একটি অফিসে কর্মরতা পৃথা একটি ছুটির দিনে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ছুটে যায় মনসাপুকুর গ্রামে শিরীষ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়ার দেশে। যেখানে —

> "বাতাস খোলাখুলি চুমু খায় গাছের শরীরে, হঠাৎ কোনও একলা পাখি হারিয়ে যায় প্রকাণ্ড আকাশটায়।"[৬]

কিন্তু শহরের নাগরিক জীবনের ক্লান্তি দূর করতে গিয়ে পৃথাকে শুনতে হয় —

> "কলকাতার বড়বাড়ির, বড়লোকের বউ সে কিনা এসেছে একা একা গ্রামেগঞ্জে।"[৭]

গল্পে শহুরে জীবনের চালচিত্রের পাশাপাশি গ্রামের মানুষদের মন মানসিকতাও ফুটে উঠেছে সমানভাবে। তবে বিশ্বায়নের প্রভাবে গ্রামীণ জীবনেও এসেছে নানান পরিবর্তন। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার লোভে গ্রামের মানুষেরাও এখন শহরমুখী তা গল্পে প্রাণগোপালের বউয়ের কথায় বুঝতে পারা যায় — 'কলকেতাতে দু-চার ঘর যজমান যদি পাইয়ে দাও'। পুঁজিবাদী ভাবধারার প্রভাবে মানুষের তার অন্তরের রূপের চাইতে বাহ্যিক রূপের প্রতি ধ্যান বেশি। গল্পে এই বিষয়টিকেও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গল্পকার সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন গল্পের চরিত্রগুলির কথোপকথনে। তারই একটি চিত্র — 'কলকাতাতে মানুষ কোথায় আলতা পরার? তেমন তেমন প্রয়োজনে বিউটি পার্লার মোড়ে মোড়ে। তাছাড়াও মানুষ এখন...' অর্থাৎ ভোগবাদী চাহিদার বশবর্তী হয়ে মানুষ তাদের জীবনে বাজারের নতুন নতুন বিলাসিতার আগমন ঘটালে পুরনো লোকাচারগুলি পুরোপুরি বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছে। গল্পটিতে গল্পকার একাধারে গ্রাম ও নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার পাশাপাশি বিশ্বায়ন এই দু-জায়গায় বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রায় ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা পরিবর্তনগুলিকে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

'যখন দুজনে একা' গল্পটি মূলত বিশ্বায়নের যুগে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ও নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা উঠে এসেছে। গল্পে পিনাকী ও কৃষ্ণার মেয়ে তানিয়া চাকরিতে পদোন্নতি পেয়ে সানফ্রানসিসকোতে যেতে চায়। ভোগবাদের যুগে সে নিজের জীবনের হাল নিজেই ধরতে প্রস্তুত হয়। নতুন দেশে গিয়ে নিজের মতন জীবনযাপন নিজের পছন্দের কাজ করতে চায় সে। জীবনের প্রতিটি রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণকে উপভোগ করে এগিয়ে যেতে চায়। তাই অফিস থেকে পদোন্নতির খবর পাওয়া মাত্রই কিছু না ভেবেই সে সুযোগের সৎ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। গল্পে তানিয়ার বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করে টেনেটুনে সংসার চালিয়েছে মেয়ে তানিয়াকে মানুষ করেছে কিন্তু এসবের মধ্যে তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগ পাননি। তাই তিনিও এদেশের সমস্ত পাততাড়ি গুটিয়ে তানিয়ার সঙ্গে বিদেশ চলে যেতে রাজি হয়ে যান। সেখানে গিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলি আনন্দে কাটাতে চান। কিন্তু তার স্ত্রী কৃষ্ণা বিদেশ যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পুরনো ভাবধারার বশবর্তী হওয়ার দরুন তিনি মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে যেতে চান না। অপরপক্ষে সারাজীবন সংসারে খাটুনির পর শেষ জীবনটা স্বামীর সঙ্গে পুরনো স্মৃতিচারণ করে কাটিয়ে দিতে চান। কিন্তু তানিয়া তার ভোগবাদের জীবন উপভোগ করতে চায় গল্পে দেখা যায়—

> "চাকরিতে ঢুকেই সত্তর আশি হাজার মাইনে পাচ্ছে তো, টাকার মূল্য সম্পর্কে তাই কোনো আন্দাজ নেই মেয়ের। খোলামকুচির মতো পয়সা ওড়ায়।"[৮]

অপরদিকে পুরী, দার্জিলিং, হরিদ্বার, আর একবার কুলু-মানালি ছাড়া কোথাও তেমন একটা যাওয়ার সামর্থ্যে কুলোয়নি পিনাকীর। তাই সানফ্রানসিসকোতে যাওয়াটা তার কাছেও অনেকটা স্বপ্নের মতো। কিন্তু কৃষ্ণার অনীহা এবং মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগে এ যাত্রায় সে বিদেশ না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে বিশ্বায়নের যুগে দূরত্ব এখন কোনো সমস্যার বিষয় নয়। উন্নত টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ দূর থেকে কাছের মানুষের সঙ্গে খুব সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। তাই গল্পে তা নিয়ে তানিয়া তার বাবাকে পরামর্শ দেয় "খুব সহজ। শিখিয়ে দেব'খন। স্কাইপে চ্যাট করার সময়ে মনেই হবে না আমি আমেরিকায়, আর তোমরা কসবায়। পৃথিবীটা এখন পুঁচকে গ্রাম হয়ে গেছে বাপি।"[৯] গল্পে নারী বিশ্বায়নেরও বিশেষ দিক লক্ষ করা যায়। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের ভাবধারার যেমন উন্নতি ঘটেছে তেমনি টেকনোলজিরও উন্নতিসাধন ঘটেছে। তাইতো কৃষ্ণা যখন তার মেয়ের সংসারে গিয়ে উঠতে অনীহা প্রকাশ করে তখন পিনাকী বলে ওঠে —

> "শুধু জামাই কেন, সংসার তো আমার মেয়েরও।"[১০]

কারণ বিশ্বায়নের যুগে মেয়েরা আজ অনেক এগিয়ে। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তারা নিজেদের স্বাবলম্বী করতে শিখেছে, শিখেছে পরিবারের দায়িত্ব নিতে। তাইতো গল্পের শেষে শেষপর্যন্ত তানিয়া বিদেশে পাড়ি জমায় তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং পিনাকী ও কৃষ্ণা তাদের পুরনো সাধের জীবনে ফেরে। জীবনযাপনের ব্যস্ততায় যা তারা এতদিন ভেবে উঠতে পারেনি তেমন জীবনের পথে তারা এগিয়ে চলে।

'অসাম্প্রদায়িক' গল্পটিতে উচ্চ সমাজে বসবাসকারী নিম্ন মানসিকতার কিছু মানুষের পরিচয় পাই। গল্পে আবাসনের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন প্রতিটি বাসিন্দা প্রত্যেকেই কেউ না কেউ অধ্যাপক, কেউ প্রাইভেট কোম্পানির মার্কেটিং অফিসার। সামাজিক অবস্থান রক্ষার্থে প্রত্যেকেই ফ্ল্যাটে থাকেন। আবাসনের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যেকেই সচেতন হলেও এই ভোগবাদের যুগে তাদের মানসিকতা তলানিতে ঠেকেছে। গল্পে, আবাসনের কো-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অপারেটিভের লিডার প্রবীরবাবু তার শারীরিক অসুস্থতার জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত ফ্ল্যাটটি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটের খোঁজে বেরিয়েছেন এবং পুরনো ফ্ল্যাটটি তিনি বিক্রি করতে চান। কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানির মার্কেটিং অফিসার তেতলার রবিন ফ্ল্যাটের খদ্দের সম্পর্কে জানতে পারেন। আবাসনেরই আরেক জন সদস্য আলিপুর আদালতের আইনজীবী সুপ্রিয়ার মতে—

> "আমাদের সংবিধানে তো বলা হয়নি প্রত্যেকে সেম রিলিজিয়নয়ের হতে হবে।"[১১]

কারণ ফ্ল্যাটের ক্রেতা ডোমজুড়ের ছেলে একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী নাগরিক, পেশায় সোনারপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কাজের সুবিধার্থে কলকাতায় তিনি একটি ফ্ল্যাটের সন্ধান করছেন। তবে এই প্রসঙ্গে প্রবীরের মুখোমুখি ফ্ল্যাটের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারেরও একই বক্তব্য —

> "এমনিতে জাত-ধর্ম-টর্ম নিয়ে আমরা তেমন মাথা ঘামাই না। আমার মিসেস হয়তো একটু খুঁত খুঁত করবে।"[১২]

প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মানুষ তার মানবিক গুণগুলোর দ্বারাই সমাজে পরিচিত হন। গল্পের চরিত্রগুলিও তেমনি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে শিখলেও প্রকৃত অর্থে তাদের মানবিক গুণগুলির বিকাশ ঘটেনি। প্রতিবেশীদের যুক্তিজালে মোহিত প্রবীরবাবু শেষপর্যন্ত ফ্ল্যাটটির জন্য অন্য ক্রেতার খোঁজে প্রবৃত্ত হন।

'সীমার মধ্যে' গল্পটিতে শ্রাবণী ও মিহিরের দাম্পত্য জীবন আবর্তিত হয়েছে একটি ফ্ল্যাটকে কেন্দ্র করে। সীমাহীন চাহিদা ও সাধ্যের মধ্যে কোনো সংযোগ না থাকায় তাদের দাম্পত্য সম্পর্কেও সমস্যা দেখা দেয়। গল্পের শুরু হয় একজন প্রমোটারের সঙ্গে শ্রাবণী ও মিহিরের কথোপকথনের মাধ্যমে। 'ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ' বুকিংয়ের ভাবনায় পাহাড় প্রমাণ লোণের ভাবনায় দিনগুলো কাটতে থাকে শ্রাবণী ও মিহিরের। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাড়ি এসে তারা দুজন যখন হিসাবের খাতা নিয়ে বসে তখন তাদের মাথায় শুধুই লোণের চিন্তা ঘোরাফেরা করে। ভোগবাদী জীবনযাত্রা বজায় রাখতে গিয়ে তাদের পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হলেও সমাজে 'স্ট্যাটাস' রক্ষার্থে তারা নিজেদের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিতেও রাজি। মানসিক চাপে ক্লিষ্ট মিহির তার স্ত্রীকে জানায় —

> "অনেকগুলো টাকার ব্যাপার। আর একটু ভাবলে হয় না।"[১৩]

কিন্তু "মিহিরের বউ-এর এখন একটাই স্বপ্ন, নিজের করে মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই চাই। চাই-ই।"[১৪] শ্রাবণীর দাবি তাদের কন্যা রুমির 'কিছু নিজস্ব প্রাইভেসি প্রয়োজন' তাই তার জন্য একটি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতেই তার এই ফ্ল্যাট কেনার উদ্যোগ। মিহিরের মনে হয় —

> "প্রাইভেসি কি শুধু রুমিরই দরকার? এই যে এখন দুজনের মাঝখানে পাঁচ হাতের একটা ফাঁকা জায়গা... এই যে এখন হাত বাড়ালেও শ্রাবণীকে ছুঁতে পারে না মিহির, কোনও কোনও দিন গভীর রাতে চোরের মতো দুজনকে উঠে যেতে হয় পাশের ছোট ঘরে, হাজার সংকোচ আর সাবধানতায় শব্দহীন মিলন...।"[১৫]

ব্যস্ততার জীবনে সমাজের আর পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবনও ব্যাহত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির ভাবনাও গল্পটিতে উঠে এসেছে সুন্দরভাবে। কিন্তু বাড়িটি দেখতে গিয়ে তারা যখন জানতে পারে কর্পোরেট এবং গৃহ-ব্যবসায়ীদের মামলায় বাড়িটি হাইকোর্টে ইনজাংশন হয়ে পড়ে রয়েছে তখন তারা আশাহত হয়ে হতভম্ব ও নেশাচ্ছন্নের মতো গিয়ে দাঁড়ায় বাড়িটির সামনে। যেন মনে হয় —

> "পৃথিবীর কোন এক কোণে, দেড়খানা ঘরে, কোন শ্রাবণী মিহিরের ফ্ল্যাটের প্ল্যান আটকে রয়েছে তা নিয়ে কারোরই মাথাব্যথা নেই দুনিয়ায়।"[১৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিন্তু শেষমেশ দরদাম নিয়ে ঝামেলা হলে জীবনের সুখ ও পারিবারিক শান্তি ফিরিয়ে আনতে নতুন একটি ভাড়াবাড়িতে গিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের চেষ্টা করে। তবুও "লণ্ঠনের আলোতে মিহির স্পষ্ট দেখতে পেল শ্রাবণীর দু'চোখ চিকচিক করছে।"[১৭] দিন শেষে নতুন বাড়িতে গিয়েও স্পন্দনহীন জীবনচর্যায় পর্যবসিত হয় তারা।

'ঠাট্টা' গল্পটিতে থোরাসিক সার্জেনের স্ত্রী মণিকা বিউটি পার্লারে গিয়ে নিজেকে একটু ঘষামাজা করে আসে, স্বামীর প্রমোশন হওয়ার সুবাদে আমেরিকার যাওয়ার উদ্দেশ্যে। জীবনের সমস্ত সুখ থাকা সত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গসুখ থেকে সে বঞ্চিত। তাই সে তার কলেজ জীবনের বন্ধু সুরজিতকে তার সাথে রাখে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তার পরিবর্তে সুরজিতকে সে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের নজরে দেখে। অবহেলিত সুরজিত একসময় নিজের জায়গা বুঝতে পেরে কলেজের অপর একজন বন্ধু জীবনযুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকা সীমাকে বিয়ে করে, যা শুনে মণিকা চরম অপমানিত হয়। কারণ সে চেয়েছিল সুরজিতকে টাকার ও ভালোবাসার লোভ দেখিয়ে চিরকাল তার দাস বানিয়ে রাখতে। গল্পের চরিত্রগুলি ভোগবাদী মানসিকতা বহন করে। গল্পের মূল চরিত্র মণিকা অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। স্বামী আনন্দ পেশায় ডাক্তার হওয়ায় স্ত্রীর স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনে কোনোকিছুর অভাব রাখেনি। বড় বাড়ি এয়ার কন্ডিশনিং গাড়ি ঘর সাজানোর জন্য ভ্যান গখের অরিজিনাল পেইন্টিং কিংবা মান্দারিনের ডাকস কিংবা টোকিও থেকে আনা লাফিংবুদ্ধের সঁপিস। অপরদিকে মণিকার বন্ধু সীমার —

> "জীবন মানে তো শুধু লড়াই, লড়াই আর লড়াই।"[১৮]

কলেজ পাশ করতে করতে তার বাবা মারা যায়, দাদার কোনো চাকরি না থাকায় তাকে একটি স্কুলে চাকরিতে ঢুকতে হয়। বাসে যাতায়াত করতে করতেই যার জীবনের অর্ধেক সময় পার হয়ে যায় তার কাছে মণিকার দেওয়া ফেংশুইয়ের পরামর্শ যেন বিলাসিতা মনে হয়। সমাজের নজরে রূপের জোরে মণিকা এগিয়ে গেলেও সীমা যেন ভালো ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অপরদিকে — "একটা ওয়ান সাইডেড লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন খুলে সুরজিৎকে তার সেক্রেটারি বানিয়ে..."[১৯] রাখে মণিকা যেটা থেকে তার স্বামী আনন্দ এবং ছেলে পাপাই পৈশাচিক এক আনন্দ অনুভব করে। আধুনিক জীবনযাপনের নানান রং মাখতে গিয়ে মানুষের মধ্যে অন্য একটি মানুষের অনুভূতি খেলনার পাত্রে পরিণত হয়েছে। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তারা সমাজে অগ্রগতি লাভ করলেও মানবিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে তারা আদিম যুগের সমপ্রায়। কিন্তু ঘটনা তখনই ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায় যখন তারা জানতে পারে সুরজিত এবং সীমা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত হতে হতে জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা থেকে একে অপরের পাশে থেকে বাকি জীবনটা একসাথে সুস্থ ও সুন্দর ভাবে কাটানোর ভাবনা থেকে বিবাহিত সম্পর্কে পদার্পণ করে, তা যেন মণিকা মেনে নিতে পারে না। বাহ্যিক দিক থেকে ধনী হলেও তার মনের কদাকার কুশ্রী রূপটি ধরা পড়ে যায়। টাকার ও ভালোবাসার লোভে সারাটা জীবন তার একাকীত্ব ও হিংসার স্রোতে কেটে যায়।

তেমনি **'বান্টি, বাবলি আর সে'** গল্পটি বান্টি ও বাবলির সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়া নিয়ে। গল্পে বাবলি একটি নামকরা সংবাদপত্রের কর্মচারী এবং তার স্বামী বান্টি কম্পিট্রনিক্সের কাজের সঙ্গে যুক্ত। কর্মব্যস্ততার কারণে একে অপরের সাথে তাদের দেখা হওয়া প্রায় দুষ্কর। বর্তমান কর্পোরেট দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তাদের কাছে মোবাইলই একমাত্র ভরসা।

> "টিভি চ্যানেলের চাকরির ঝক্কি সামলে বাবলি যখন ফ্ল্যাটে সেধোয়, বান্টি তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আর সকালে বাবলির যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়, বান্টি তখন ভাগলবা, পৌঁছে গেছে তার সেক্টর ফাইভের অফিসে। দু'জনে কথা চালাচালি করতে মোবাইলই যা ভরসা। টুকিটাকি সংবাদ এস-এম-এসেও চলে।"[২০]

সপ্তাহান্তের ছুটিটিই একমাত্র তাদের ভরসা। এরকমই একটি দিনে তারা ভবিষ্যতের পিতা-মাতা হওয়ার কথাটি জানতে পারে। কেরিয়ার সর্বস্ব বান্টি বাবলিকে জানায়—

> "ভাবাভাবির তো কিছু নেই। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। অ্যবর্ট করে ফ্যালো।"[২১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাজে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থান ও কাজের সুযোগগুলি বজায় রাখতে গিয়ে সন্তান সামলানোর 'মেগা ইভেন্টে' অংশগ্রহণ করতে তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বাবলির বান্ধবী গার্গীর কথা অনুযায়ী —

> "ওয়াও! এ তো মহা মহা মহা সুসংবাদ। আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম তোরা ডিংকের মেম্বারশিপ নিয়েছিস।
> - ডিংকটা কী?
> - ডবল ইনকাম নো কিড। আজকাল প্রচুর কাঁপল ওই থিওরিতে চলছে। চার হাতে শুধু কামিয়ে যাও, বাচ্চা কাচ্চা নৈব নৈব চ।"[২২]

জবড়জং ঊনত্রিশ ইঞ্চির টিভি ও এসি বেডরুম থেকে তারা সিদ্ধান্ত নেয় সন্তানটিকে পৃথিবীতে আনার এবং দুজনেই সমান দায়িত্ব বণ্টনের। তারই সঙ্গে অফিসের কাজগুলিকে বাজায় রাখতে একে অপরের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। বর্তমান সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে খরচের হিসেবেও একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

> "এই জন্যেই তো বলছি, এখন থেকেই প্রপার প্ল্যান দরকার। অবিলম্বে ডিসাইড করতে হবে, বাচ্চাকে আগে প্লেহোমে পাঠাব, না সরাসরি নার্সারিতে। ক্লিশে দেব, না আয়ার কাছে।
> - আয়া না পেলে তো ক্রেশে দিতেই হবে গো। কিছু কিছু ক্রেশ আছে, যেগুলো প্লেহোমের মতোই। সেখান থেকেই নার্সারিতে উঠে সোজা স্কুল।
> - উঁহু। স্কুলের ব্যাপার অত সহজে সিদ্ধান্ত নিও না। আগে মনস্থির করো, কী ধরনের স্কুলে আমরা বাচ্চাকে পড়াতে চাই।
> - অবশ্যই কোনও ভালো স্কুলে।
> - ব্যস, ভালো বললেই হয়ে গেল? ভালোরও রকমফের আছে। ট্র্যাডিশনাল বিখ্যাত স্কুলে পড়াবে? নাকি নতুন ধাঁচের যে স্কুলগুলো তৈরি হয়েছে, তারই কোনও একটায় দেবে?
> - ওগুলোতে বিশাল খরচা না গো?"

অর্থাৎ সাধ্যে না কুলালেও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করে রাখতে চায় তারা। এমনকি তাকে এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ডাক্তার তৈরি করার কল্পনায় নিজেদের মধ্যে বচসার সৃষ্টি করে ফেলে—

> '- কেন, তোমাদের কম্পিউটার লাইন...। তার সঙ্গে যদি ম্যানেজমেন্ট করে...
> - ধুস, তদ্দিনে এই সেক্টর তো স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়তো গড়াগড়ি খাবে ফুটপাতে। বান্টি একটু থেমে থেকে বলল, আমার ধারনা, এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং হবে ইন থিং।
> - বেশি ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে না? বাবলির চোখ জ্বলজ্বল, তার চেয়ে বরং মেডিকেল পড়ুক। রোগ যদ্দিন আছে, ডাক্তারের মার নেই।
> - বিশ বছর পর ডাক্তার-ফাক্তার আদৌ লাগবে কি? বান্টি তাচ্ছিল্যভরে হাসল,
> - কম্পিউটারে অসুখের সিম্পটম ফেলবে, দাওয়াইয়ের নাম সুড়সুড় বেরিয়ে আসবে।
> - তুমি বড্ড বাজে বকো। ওষুধেই কি সব হয়? সার্জারি নেই।
> - রোবট করবে। নির্দেশ দেবে কম্পিউটার, যন্ত্রমানব ছুরিকাঁচি চালাবে। ...সময়টা চিন্তা করো। প্রকৃতির তখন কিন্তু ঘোর বিপন্ন দশা। সুতরাং পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের দর তুঙ্গে উঠবেই।'

বর্তমানে 'বেস্ট কেরিয়ার' ও 'প্রপার এডুকেশনে'র কথা ভাবতে গিয়ে সন্তানকে তার জন্মের আগেই ইঁদুর দৌড়ে সামিল করে দিচ্ছে তাদের বাবা-মায়েরা। বিশ্বায়নের প্রভাবে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিকতার বশবর্তী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়ে পড়ছে। পুঁজিবাদ ও ভোগবাদী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছোট ছোট শিশুদের ক্রমাগত ইঁদুর দৌড়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলত যান্ত্রিকতার বশবর্তী হয়ে তাদের জীবন থেকে শৈশব হারিয়ে যেতে বসেছে। গল্পকার সুকৌশলে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন তাঁর এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমকালীন সমাজের প্রত্যক্ষদর্শী গল্পকার উক্ত সময়ের অবক্ষয় এবং ইতিবাচক দিকগুলোকে পাঠকের সম্মুখে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর উক্ত গল্পগুলির মাধ্যমে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'নির্বাচিত পঞ্চাশ', সাহিত্যম্, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১০
২. তদেব, পৃ. ১১
৩. তদেব, পৃ. ২১
৪. তদেব, পৃ. ২৮
৫. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৫
৬. তদেব, পৃ. ২০
৭. তদেব, পৃ. ২১
৮. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'নির্বাচিত পঞ্চাশ', সাহিত্যম্, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪৯
৯. তদেব, পৃ. ৫৫
১০. তদেব, পৃ. ৫৩
১১. তদেব, পৃ. ১৬৪
১২. তদেব, পৃ. ১৬৪
১৩. তদেব, পৃ. ১৭৮
১৪. তদেব, পৃ. ১৭৯
১৫. তদেব, পৃ. ১৭৯
১৬. তদেব, পৃ. ১৮৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৮৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৫১
১৯. তদেব, পৃ. ২৫৩
২০. তদেব, পৃ. ৩৫৫
২১. তদেব, পৃ. ৩৫৬
২২. তদেব, পৃ. ৩৫৮

Bibliography:

খান, ইয়াসিন (সম্পা.), 'সমকালীন ভাবনায় নারী', এডুকেশন ফোরাম, ৭৩ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৫
দাস, শকুন্তলা (সম্পা.), 'নারী প্রগতি নানা ভাবনায়', এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), 'প্রসঙ্গ : মানবীবিদ্যা', উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫, কনভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪, পঞ্চম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০২১

বসু, রাজশ্রী, 'নারীবাদ', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১২

চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), 'নারীপৃথিবী : বহুস্বর', উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫, কনভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪, তৃতীয় মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২১

চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা ও দাস (বোস), বনানী (সম্পা.), 'বিশ্বায়নের যুগে নতুন আঙ্গিকে ভারতের বিদেশনীতি', মিত্রম্, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২৩

চট্টোপাধ্যায়, আবীর, 'বিশ্বায়ন গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: মে ২০১৩